দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা ঃ কিছু সমস্যা

সরকার ১-১-৯৪ ইং থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে চালু করেছেন। কৃষি প্রধান দেশে এটা নিঃসন্দেহে একটি বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এদেশে সকল উন্নয়নের উৎস হলো কৃষি।

কৃষি শিক্ষা একটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এ বিষয় পড়ানোর জন্য অবশ্যই কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। দেশে প্রায় সাড়ে দশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রায় সাড়ে দশ হাজার শিক্ষকের দরকার হবে। এত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে এবং কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে তার সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছেন। কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন, শিক্ষক নিয়োগ করে কৃষিবিষয়ে ৩ মাস বা ৬ মাস বা ১ বৎসর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের। এ মতের সাথে আমি একমত হতে পারছিনা। কারণ শিক্ষক নিয়োগ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আলাদা একটা ঝামেলা। তাছাড়া ৩ মাস বা ৬ মাস বা ১ বৎসর প্রশিক্ষণ নিয়ে, বাস্তবধর্মী কারিগরি বৃত্তিমূলক কৃষি বিষয়ে পড়ানো কোন মতেই সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ কৃষিতে স্নাতকধারীকে নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। এই মতের সাথেও আমি একমত নই কারণ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে ৫টি বিষয় (উদ্যান, পশুপালন, হাঁসমুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও বনায়ন) সিলেবাস ভুক্ত করা হয়েছে, সে পাঁচটি বিষয় শুধু কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটেই (৩ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স) হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়গুলো একসাথে শিক্ষা দেয়া হয় না। এমনকি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু একটি বিষয়ে অর্থাৎ অনুষদওয়ারী পড়ানো হয়। প্রশ্ন থাকে এত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে? এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিন্তা ভাবনা করে ইতিমধ্যেই একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তা হচ্ছে ঃ

(১) তিন বৎসর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমাধারীদের সহকারী কৃষিশিক্ষক হিসাবে স্টাফিং প্যাটার্নে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উল্লেখ্য যে, দেশে অসংখ্য তিন বৎসর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমাধারী বেকার আছে।

(২) যতদিন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে শিক্ষকের পদ পূর্ণ না হবে ততদিন পর্যন্ত বিকল্প শিক্ষক হিসাবে থানা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ে কৃষি ডিপ্লোমাধারী কর্মচারী (১২ হাজার), মৎস্য ও পশুপালন অধিদফতর এবং বনায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের (৩ হাজার) নিয়োগ করে কৃষি শিক্ষা দান করা। এ সিদ্ধান্তের ফলে সাড়ে দশ হাজার বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও কৃষি শিক্ষা পরিচালনায় কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। আমি মনে করি, সমস্যার এটাই সুষ্ঠু সমাধান। এর উপর নতুন কোন সমাধানের প্রস্তাব রেখে সমস্যা আরো জটিল করে তোলা হবে। সবশেষে কৃষি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে অনুরোধ রাখছি বন্ধ হয়ে যাওয়া ৭টি এ টি আই-এ তিন বৎসর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হোক। এতে শিক্ষকের অভাব অতি তাড়াতাড়ি দূর হবে।

মোঃ আতাউর রহমন নোমানী
(হীরা)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ছাত্রসংসদ
কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, শেরপুর।